জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির একাদশ/১১তম সভার কার্যবিবরণী

১২-১১-৮৪ তারিখ বিকেল ৪-০০ ঘটিকায় ডঃ কাজী এম, বদরুদ্দোজা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক)	ডঃ মোহাম্মদ এইচ, মন্ডল পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	প্রতিনিধি
খ)	জনাব মাজহারুল হক অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।	"
গ)	ডঃ মোঃ আঃ আজিজ মিয়া প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
ঘ)	ডঃ মোঃ আঃ করিম ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।	বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য
ঙ)	ডঃ সুফী মহিউদ্দিন আহমেদ প্রকল্প পরিচালক (গম) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
চ)	জনাব এম. খালেক প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	"
ছ)	ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা।	পর্যবেক্ষক
জ)	ডঃ এম, সাজাহান পরিচালক ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা।	"
ঝ)	জনাব মোঃ আঃ গফুর খান প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা বীজ অনুমোদন সংস্থা।	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ : কারিগরি কমিটির দশম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন।

শুরুতেই সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১২-১০-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির দশম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করার জন্য পেশ করা হয়। ইহাতে কেহ কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং উক্ত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। অতঃপর দশম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বি এ ডব্লিউ-৩৮(BAW-38) এর অনুমোদন।

সভাপতির আদেশক্রমে সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটি সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন গম জাত বিএডব্লিউ- ৩৮ (BAW-38) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পূরণ করিয়া দাখিল করিয়াছেন। তিনি আরও জানান এই জাতটির এখন পর্যন্ত মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে উক্ত জাতের অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ কল্পে সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। পরে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্রিডারকে নুতন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ সুফী মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (গম), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট বলেন, এই জাতটি CIMMYT International Nursery Lines হইতে নির্বাচন করিয়া নিজস্ব খামারে প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় এই জাতটির গাছগুলি সোজা Stiff strawed, সেচ ও সেচবিহীন দুই ভাবেই চাষাবাদ করা যায় এবং সকল রাষ্ট (Rust) প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বি এ ডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) পাকিস্তানে পাঞ্জাব-৮১ নামে অনুমোদিত। পাঞ্জাব-৮১ (Panjab-81) এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা যাইতে পারে।

তখন সভাপতি বলেন, যেহেতু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এই জাতটির বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছে এবং সন্তোষজনক ফল পাইতেছে, সেহেতু বিএডব্লিউ- ৩৮ (BAW-38) কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণে রাখিবার জন্য পাঞ্জাব-৮১ এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা যাইতে পারে। তবে বি এ ডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়নের পর পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পুনরায় পেশ করা যাইতে পারে। তখন উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) গম জাত বিএডব্লিউ-৩৮ (BAW-38) কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের জন্য শুধুমাত্র এই বৎসর পাঞ্জাব-৮১ এর বীজ আমদানীর সুপারিশ করা হইল।

খ) এই মৌসুমে বিভিন্ন লোকেশনে পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন করিয়া মূল্যায়নের পর পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ পূর্বক কমিটির সভায় দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা-ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) ও শাহী বালাম (বিআর- ১৬) এর অনুমোদন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ৩০-০৬-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির নবম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা : ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) ও শাহী বালাম (বিআর-১৬) এর সাময়িক অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল যে, কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন দল কর্তৃক বোরো মৌসুমে মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার চূড়ান্ত অনুমোদনের সুপারিশ করা হইবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত জাত সমূহের সাময়িক অনুমোদনের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করা হইলে তখন বলা হয় সাময়িক অনুমোদন বলিয়া কিছু থাকিবে না।

পরবর্তীকালে মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় গাজী (বিআর-১৪) এর জীবন কাল অল্প হওয়ার কারণে কৃষকদের নিকট আকর্ষণীয় হইতে পারে। সকল জাতই (Sheath rot and stem rot) রোগাক্রান্ত দেখা যায় এবং উভয় রোগই বোরো ও আউশ মৌসুমে ফুল আসার পরে দেখা দেয় এবং ফলনের তেমন ক্ষতি করে না। মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। তখন সভাপতি উল্লেখিত রোগ দুইটির ক্ষতিকরণ সমন্ধে জানিতে চাইলে ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধি বলেন এই রোগ দুইট কোন মারাত্মক কিছু নয়। তাহা ছাড়া ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক রোগ দুইটি নিয়া বিশ্লেষণ করিয়া হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন উল্লেখিত সকল ধান জাতগুলির অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি ধান জাত যথা : ময়না (বিআর-১২), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) এবং শাহী বালাম (বিআর-১৬) এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত আইএসডি-১৭ (ISD-17) এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইএসডি-১৭ (ISD-17) এর মূল্যায়ন রিপোর্ট সহ অনুমোদনের ব্যাপারে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শুরুতে তিনি এই নতুন জাত সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেন, দলনেতা, মূল্যায়ন দল কর্তৃক এই জাতটির মূল্যায়ন করা হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় এই জাতটি চাষী পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয় নাই। তবে বিভিন্ন মিল জোনে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা উচ্চ অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন, ফুল বিহীন, Red rot রোগ প্রতিরোধক এবং চিনির পরিমাণ অন্যান্য জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী। ইহার গুণাগুণ সন্তোষজনক। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কেহ কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। বিশদ আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন ইক্ষুতে Red rot একটি মারাত্মক রোগ। যদি ইহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল থাকে তবে অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই সর্বসম্মতিক্রমে ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষুজাত আইএসসি-১৭ (ISD-17) এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনা বাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনা বাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যয়ন রির্পেট সহ উপস্থিত সকল সদস্যগণকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা কল্পে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, এই জাতটির মূল্যায়ন জনাব নবিউল হক রিকাবদার, আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হইয়াছে। তিনি রিপোর্টে সাথী ফসল (Inter crop) হিসাবে বেশ উপযোগী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ফলাফল ছকপত্রে উল্লেখ করেন নাই। তাহা ছাড়া কারিগরি কমিটির প্রকৃত দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। সুতরাং পুনরায় ইহার মূল্যায়নের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এ বিষয়ে বিএআরআই'র তৈল বীজ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম, এ, খালেক উক্ত জাত সম্বন্ধে বলেন, এই জাতটি খুব খাট, সময়কাল অল্প, সাথী ফসল হিসাবে বেশ উপযোগী এবং প্রতি বাদামে তিনটি বীজ থাকে। বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, বিএরআরআই'র তৈল বীজ বিভাগ পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চাষীদের উপযোগী এলাকা নির্ধারণ করিবে এবং উল্লেখিত অঞ্চলে খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Cropping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কি না তাহাও পরীক্ষা করিবে। কারিগরি কমিটির সঠিক দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়নের পর বিস্তারিত তথ্য সহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিবে। ইহাতে উপস্থিত সকল সদস্যগণই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) চিনাবাদাম জাত ডিএম-১ (DM-1) এর চাষাবাদের এলাকা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন লোকেশনে পরীক্ষা করিতে বলা হয়।

খ) খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Croping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কি না তাহা পর্যবেক্ষন করিবে।

গ) মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নের পর পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পূরণ করিয়া বিস্তারিত তথ্যসহ কমিটির সভায় পেশ করিবার জন্য বলা হয়।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর ঃ
(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর ঃ
(ডঃ কাজী এম, বদরুদ্দোজা)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।